দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন ফাঁস হয়নি?

দীর্ঘ ৪০ বছরের অধিক শিক্ষাক্ষেত্রে আমার অভিজ্ঞতার আলোকে জানাচ্ছি যে, ১৯৬৫ সালে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ঢাকা, সিলেট, পাবনা, বরিশাল ও বগুড়া কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটসমূহ এবং পরবর্তী সময়ে আকবর আলী খান বাণিজ্য কলেজ ও তার শাখাসমূহ পরে বাণিজ্য শাখার বিভিন্ন কলেজে যে শিক্ষাক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু আছে তাতে এ যাবৎ কখনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগই ওঠেনি। কারণ বাণিজ্য কলেজের সিনিয়র শিক্ষকদের ভেতর থেকে কয়েক সেট প্রশ্নপত্র তৈরি এবং মডারেট করা হয়ে থাকে। সারা দেশের মডারেটেড প্রশ্নগুলো যাতে একই মানের হয় সেজন্য মডারেটরগণ বিভিন্ন জেলায় গিয়ে কাজ করতে পারেন। মডারেটরগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে প্রশ্নপত্রগুলো প্রধান পরীক্ষকের কাছে নিয়ে এসে চূড়ান্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজ করেন। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ প্রধান পরীক্ষকের কাছ থেকে সরাসরি প্রশ্নগুলো সিল-গালা করে সিকিউরিটি প্রেসে পাঠান এবং ছাপানোর ব্যবস্থা করেন। পরীক্ষার অন্তত ১৫ দিন আগে প্রশ্নগুলো পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। কেন্দ্রের অধ্যক্ষ প্রশ্নগুলোর সিল-গালা ঠিক আছে কি না এবং রুটিন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের (ডিসি) ট্রেজারিতে জমা হয়েছে কি না দেখে নেবেন। এ পদ্ধতিতে ১৯৬৫ থেকে পরীক্ষা হওয়ায় কখনো প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি।

আবু আহ্‌মদ আবদুল্লাহ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ,
ঢাকা সরকারি বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয়,
সাতমসজিদ রোড, ঢাকা